

৯/১১ এর দিন ম্যানহাটনের রাস্তায়

-বিদ্রোহ দাস

কিছু কিছু চামুশ অভিজ্ঞতা লেখা এত কঠিন, চেষ্টা করাটাও মনঃপীড়ার কারন। চার বছর হতে চলল, এখনো ৯/১১ দিন ম্যানহাটনের রাস্তায় মানুষের নানান মুখগুলো ভুলতে পারলাম কই? আফসোস হচ্ছিল হাতের কাছে ক্যামেরা নেই বলে। চার বছর আগের সেই দৃশ্যগুলি আজ অব্দি এত জীবন্ত, ভাবলেই ওরা আমার সাথে কথা বলতে চায়!

আমি থাকতাম তখন নিউজার্সির মিডলটাওনে। জার্সির বিখ্যাত সমুদ্রসৈকট জার্সিশোরের অন্যতম ছোট শহর এটি। ৯/১১ র সকালে ৮-৪০ নাগাদ জার্সির কোস্টাল ট্রেন ধরে ছিলাম ম্যানহাটনের মিডটাওনে হল্যান্ড এম্বাসি থেকে ভিসা নেওয়ার জন্য। সাথে ছিল আমার কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেবরাজ গাঙ্গুলী। ওর গন্তব্য ছিল আবার টুইন টাওয়ারে স্টান্ডার্ড & চার্টার্ড ব্যাঙ্ক। ৯-৪০ নাগাদ ট্রেন নিউজার্সির নিয়ার্কের পেন স্টেশনে পৌঁছায়। এই পেন স্টেশন থেকে ম্যানহাটনের পেন স্টেশনে আসতে পনেরো মিনিট সময় লাগে।

প্রথম ধাক্কা লাগে ট্রেন যখন হাডসন নদীর টানেলে ঢুকছে। টানেলে ঢোকার আগে, টুইন টাওয়ার স্পস্ট দেখা যায়। হটাৎ দেখি ট্রেনের মধ্যে চিৎকার! সবাই জানালা দিয়ে তাকাচ্ছে। টুইন টাওয়ারে দিক থেকে প্রচণ্ড ধোঁয়া উঠছে। আমি ভাবলাম বুঝি আগুন লেগেছে! হটাৎ এক বৃদ্ধা মোবাইলে খবর নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন- সন্ত্রাসী আক্রমণ। আল কাইদা! প্লেন নিয়ে আল কায়দা টুইন টাওয়ারে ঢুকে গেছে। কিভাবে টুইন টাওয়ারে আক্রমণ হল কিছু বোঝার আগেই ট্রেন পেন স্টেশনে ঢুকে গেছে। ট্রেন থেকে নামতেই, প্লাটফর্মের বড় স্ক্রীনে দ্বিতীয় আঘাত। সবাই হতচকিত, হঠাৎ দেখি পুলিশ কুকুর নিয়ে ছুটছে-বাতাসে গুজব পেন স্টেশনে টাইম বোমা রাখা আছে। সবাই ছুটল স্টেশনের বাইরে-পুলিশ লক্ষ্য রাখল যাতে পদপৃষ্ঠ হয়ে কেও মারা না যায়। স্টেশনের বাইরে ৩৪ স্ট্রীটে নামতেই চারিদিকে আওয়াজ-আল কাইদা আমেরিকা আক্রমণ করেছে! মনে হচ্ছে বাইবেলের ফাইনাল জাজমেন্টের দিন এসে গেল। রাস্তায় স্তম্ভ নর নারী ছোট ছোট করছে। যাদের আত্মীয় স্বজনরা টুইন টাওয়ারে কাজ করত, সবাই টুইন টাওয়ারের দিকে ছুটছে। ট্রাম, বাস, সাব সব বন্ধ। মোবাইল কাজ করছে না। চারিদিকে কান্নার রোল। রেস্টুরেন্ট গুলো ব্যবসা বন্ধ করে, রাস্তায় বিনা পয়সায় সবাইকে জল বিলোচ্ছে। নাসদাকের বিরাট স্ক্রীনে প্লেন আক্রমণের দৃশ্য বারবার ভেসে উঠছে।

সব অফিস বন্ধ। আমরা প্রথমে ঘাবরে গিয়ে পেন স্টেশনের আশে পাশেই ঘুরছি। হঠাৎ ঠিক করলাম, টুইন টাওয়ারের দিকেই হেঁটে যাবো, মোটেতো দুমাইল! জনশ্রোত টুইন টাওয়ারের দিকে। একটু হাঁটতেই চারিদিকে ঘন ধোঁয়ার আবরণে ঢাকা পড়ে গেলাম। তখন এগারোটা। পরে জেনেছি, এই সময়ই ভেঙে পড়ে প্রথম টাওয়ার, বাতাসে ওড়ে হাজার হাজার টনের ধুলো। এবার আর হাঁটা যায় না। ঘন

ধুলোয় দশ ফুট দূরের কাওকে দেখা যাচ্ছে না। অগত্যা টুইন টাওয়ারগামী সমস্ত পথিকগন, না পারলো এগোতে, না পারল পেছোতে। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে কেওই বুঝতে পারছে না জীবনের পরের মূহূর্তটা কি হবে। ১১-১৫ তে ধুলোবালির ঝর আস্তে আস্তে পরিষ্কার হওয়া শুরু হয়। পরে জেনেছি ওই পনেরো মিনিটে প্রায় দুশো ফায়ারফাইটারের প্রাণ যায়। ওই দুশোজন নিজেদের প্রাণ দিয়ে শহরটাকে বাঁচিয়ে দিলেন। না হলে গোটা শহরে আগুন ছড়িয়ে পড়ত, এবং আমিও এই লেখার সুযোগ পেতাম কিনা জানি না! কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই বীর সৈনিকদের ছোট করব না।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ গ্রাওন্ড জিরোতে পৌঁছলাম। চারিদিকে CNN, Fox , BBC র গাড়ী-বড় বড় জেনারেটর বসিয়ে ওখান থেকেই প্রচার চালাচ্ছে। আম্বুলেন্সের সাইরেনে কথা বলা দায়। আমাদের সবার তখন ছাই ভস্ম মাখা শিবের হাল। পুলিশ বেস্টনী বেঁধেছে, এবং কাওকে গ্রাওন্ড জিরোর পাঁচশো মিটারের মধ্যে ঢুকতে দেবে না। বেস্টনীর বৃত্ত ক্রমশ বড় হতে লাগল। প্রচন্ড ধোঁয়ায় টুইন টাওয়ারের ধারে কাছে কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না! শুধু চাই ভস্ম মাখা কিছু লোক মাঝে মাঝে বেড়িয়ে আসছে-পুলিশ তাদের পাকরাও করে আম্বুলেন্সে তুলে দিচ্ছে।

বাড়ীতে খবর দেওয়া প্রয়োজন। কোন যানবাহন চলছে না। সবাই মিলে ব্রুকলীন ব্রিজের দিকে যাত্রা করলাম। এটাই সেদিনের বিখ্যাত ব্রুকলীন ব্রিজ মার্চ। সবাই গাইছে "God bless America"। আমি সবে কয়েক মাস হল, আমেরিকায় এসেছি, আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীতের একটি লাইনও জানিনা-তারপর ঈশ্বরের সন্তান বিন লাভেনের এই কুকীর্তি দেখেও জনগণ ঈশ্বরের জয়গান গাইছে! কেমন যেন মনে হচ্ছিল-ইসলাম-খ্রীস্টান এবং হিন্দুদের এই দুস্ট চক্র বোধ হয় আর শেষ হবে না।

প্রায় ঘন্টা খানেক লাগল হেঁটে ব্রিজ পার হতে। মাঝে মাঝে টিভি চ্যানেল গুলোর দৌরাত্ম- আমার পাশেই এক সুন্দরী হাঁটছিল। হাইহিলে একমাইল হেঁটে পায়ে সম্ভবত অসুবিধাই হচ্ছিল। হটাৎ কোথা থেকে এক চিত্রসাংবাদিক হাজির। মহিলার কাছে আবদার জুতোর তলা দেখালে ভালো হয়। ভদ্রমহিলা জুতো খুললেন বটে-কিন্তু তারপরেই সাংবাদিকের গালে জুতোর চপেটাঘাত। অসভ্যতার সমুচিত জবাব।

ব্রুকলীনে নামতেই অবাক দৃশ্য। সবাই ড্রামের করে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পথক্লান্ত তৃষ্ণার্ত পথিকদের জল খাওয়াবে। আমরা চাষাভূসো মানুষ-মাইল খানেক রোদে হাঁটলে তেষ্টা পায় না। হটাৎ একট চার বছরের বাচ্চা এগিয়ে এল, জলের বোতল নিয়ে। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে জল খেলাম। ব্রুকলীনের মানুষদের স্বতস্ফূর্ত সমাজসেবা সেদিন আমার হৃদয় স্পর্ষ করে-আমার জীবনের সেরা অভিজ্ঞতাগুলির একটি!

দুটো নাগাদ সাবওয়ে চালু হয়। ব্রুকলীন থেকে পেন স্টেশনে এলাম। ভয়ে সাব একদম ফাঁকা। পেন স্টেশনে নিউজার্সিতে ফেরার জন্য প্রচণ্ড ভিড়। কেওই বাড়ীতে খবর দিতে পারে নি! সাড়ে চারটে নাগাদ জার্সি কোস্টালব্রের প্রথম ট্রেন ছাড়ে। গাদাগাদি চারিদিকে। বেশী কিছু নয়- শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর লাইনের একদিন আর কি! বাদুরঝোলা হয়ে উঠলাম। অধিকাংশ প্যাসেঞ্জারের গায়েই শিবের ভস্ম! নিয়ার্ক পেন স্টেশনে ট্রেন একটু হালকা হল।

তবে স্টেশনে স্টেশনে যেসব দৃশ্য দেখেছি-এক কথায় অবিশ্বাস্য। হাজার হাজার লোকে স্টেশন উপছে পড়েছে। সবাই তখনো জানে না, তাদের প্রিয় ব্যক্তিটি ফিরবে কি না। এর মধ্যেও আমেরিকার সভ্যতা সত্যিই অনবদ্য। স্টেশনের প্রথম সারিতে আশি নব্বই বছরের বৃদ্ধ বৃদ্ধা-আর বেসীসীটে শিশু নিয়ে মায়েরা। সুস্থ মানুষেরা প্লাটফর্মের বাইরে অপেক্ষা করছে। কেও খোঁজে সন্তান, কেও বা পিতা। কারুর চোখে শুধুই দেখি স্বামীর প্রতীক্ষা।

ছটা নাগাদ মিডলটাওনে পৌঁছালাম। প্রচুর পুলিশ আর আম্বুলেন্স নিয়ে মেয়র দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই জিজ্ঞেস করছে সাহায্যের দরকার কি না। আমি অবশ্য তখন ভারতে বাড়ীতে খবর দেওয়ার জন্য, আপার্টমেন্টের দিকে দৌড় দিয়েছি। সাতদিন বাদেই ১৮ ই সেপ্টেম্বর ভারতে ফেরার কথা। আমার বিয়ে ঠিক ছিল ২১ শে সেপ্টেম্বর। সবই বাতিল করতে হয়েছিল, বলাই বাহুল্য।

এর পরের সপ্তাহে কে কাকে হারিয়েছে তার খোঁজ খবর নেওয়া। আমাদের আপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স থেকে চার জনের মৃত্যু হয়েছিল বলে আমি শুনেছি।

৯/১১ আমেরিকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত না ইসলামের উন্মাদনা না দুস্টপুঁজির চক্র সে নিয়ে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিতে লিখব। শুধু এটুকুই বলব, ৯/১১ এর রাতে জার্সির হ্যারিসনে (আরব পটীতে) উৎসব হয়-সেটা টিভিতেও দেখানো হয়! গুজরাটে মুসলীম নিধনের পর, হিন্দুদের ভাবসাব এবং ৯/১১ এর পর মুসলীমদের দেখে একটা বিষয় আমার কাছে খুবই স্পস্ট। ইসলাম, হিন্দু এবং খ্রীস্টান ধর্মভীরুরা আসলে শোকেসে ফেরেস্তা, গোড়াওনে চতুষ্পদী প্রাণী। আমাদের অবচেতন মনে, আমরা সবাই পশু। ধার্মিকদের ক্ষেত্রে এই পাশবিক নখদন্ত সবার আগে বেড়িয়ে আসে। কারণ, ধর্ম এদের যুক্তিহীন আবেগপ্রবন পশু বানিয়েছে। মুসলীমদের মধ্যে যারা একমাত্র ইসলাম পরিত্যাগ করেছেন, তারাই একমাত্র হৃদয় দিয়ে ৯/১১ এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হিন্দুদের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য! একমাত্র যারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে পেরেছে তারাই নরেন্দ্রমোদীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ইরাকের বিরুদ্ধে বুশের যুদ্ধবিরোধী মিছিলে কোন ধার্মিক খ্রীস্টানকে আপনি পাবেন না।

আমি ধার্মিকদের এহেন ব্যবহারে অবাক নই। আমাদের অবচেতন মনের পাশবিক বৃত্তিগুলিকে দমন করতে যুক্তিবাদ দরকার। ধর্ম দিয়ে পাশবিক বৃত্তির

দমন সম্ভব নয়। বরং বৃদ্ধিই হবে। ইসলাম, খ্রীস্টান এবং হিন্দু ধর্মের মানবিক বোমায় আরো কিছু লোক মারা যাওয়ার আগে, আসুন আমরা আমাদের অন্তরের ধার্মিক পশুটিকে আগে নিশ্চিহ্ন করি।